"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের পুরুষার্থ করে এয়ারকন্ডিশন টিকিট কিনতে হবে, এয়ারকন্ডিশন টিকিট নেওয়া অর্থাৎ মায়ার গরম হাওয়া বা আক্রমণ থেকে সেফ থাকা"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের মহাবিনাশের জন্য কি দুঃখ হবে কি হবে না? এর পাপ কার উপর পড়ে?

*উত্তরঃ - তোমাদের এই মহাবিনাশের জন্য দুঃখ হতেই পারে না, কেননা তোমরা তো ফরিস্তা হচ্ছো। তোমাদের নলেজ আছে যে এখন সমস্ত আত্মাদেরকে মশার ঝাঁকের মতো ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের কারো মৃত্যুতে দুঃখ হয় না, কেননা তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো, তোমরা জানো যে আত্মা সদা অমর। এই বিনাশের পাপ কারো উপরে বর্তায় না, এটা তো যেমন লড়াইয়ের যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে। সবাই লড়াই করে মরে গিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। এটাই ড্রামার ভবিতব্য।

*গীতঃ- জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা/পতঙ্গের পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গানের এক লাইন শুনেছে। এই জলসা/মেহফিল কার? জ্ঞানের সাগরের। যাঁকে মানুষ ইন্দ্রের মেহফিল বলে থাকে - ইন্দ্রসভা। অসংখ্য মানুষ মনে করে - ইন্দ্র জলের বর্ষা বর্ষণ করেন। বাচ্চারা জানে এটা জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার সভা, এখানে পতঙ্গরা বসে আছে, জীবিত থেকেও বাবার হয়ে যায় অর্থাৎ এই দুনিয়ার থেকে তারা মৃত, কেননা জীব আত্মাদের এই দুনিয়া পছন্দ নয়। এখানে সবাই একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বাবা বলেন - আমি স্বর্গ স্থাপনা করি। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। কেউ তো পোখরাজ পরী, কেউ নিলম পরী হয়। নাম তো অনেক আছে। এটা একটা উপহার দেওয়া হয়। কিছু বাচ্চারা সেন্সিবল হয়ে অন্যদেরও সার্ভিস করতে লেগে পড়ে। সার্ভিসেও তত্পর কারা হবে? যারা বহ্নিশিখার প্রতি সম্পূর্ণ বলিপ্রদত্ত হবে। এটা অনেক বড় জলসা (মেহফিল) । তোমরা জানো বাবা আত্মাদের মেহফিল-এ এসেছেন। কিন্তু ওঁনাকে যারা ভালোভাবে জেনেছে, তারা ওঁনার সম্মুখে প্র্যাকটিক্যালি আছে। এই সময় কোটির মধ্যে কেউ-ই জানে। যারা পতঙ্গ হবে তারাই জানবে, যারা সম্পূর্ণ রূপে বলিপ্রদত্ত হবে, তারাই বাবার হয়।

এটা তো বোঝান হয়েছে – এখানে জীবিত থেকেও মরে যাওয়া। বাবা, আমি তোমার। প্রথমে আমরা তোমার কাছে অশরীরী হয়ে থাকি। তারপর এখানে এসে শরীর ধারণ করি। বাচ্চারা যা কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত করে থাকে এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না কেননা বাবাকে জানে না। তোমরা বাচ্চাদের পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। গাওয়া হয়েছে - সমস্ত বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি গীতার পাতা। সমস্ত মনুষ্য মাত্র এই বিশ্বমঞ্চে কার পাতায় আছে ? দেবী-দেবতা ধর্ম থেকেই এদের উদ্ভব হয়েছে সেইজন্যই তোমরা বৃক্ষের চিত্র দেখলে দেখতে পাবে শুরুতে এর কোনো পাতা নেই। পাতার জন্ম পরে হয়। সুতরাং তাদের উপরে দেখানো হয়েছে। ফাউন্ডেশন হলো দেবী-দেবতা ধর্মের। প্রথমে কান্ড একটা তারপর সেটা থেকে শাখা প্রশাখা বের হতে থাকে, তারপর পাতা বের হয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই বিশাল মনুষ্য সৃষ্টি ধর্মের বৃক্ষ। আজকাল গভর্নমেন্ট ধর্মকে মানে না। বলে থাকে আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে থাকতে পারি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি কত হয়। নিজেদের মধ্যে লড়াই চলতেই থাকে, ঠিক যেমন লড়াইয়ের যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে। কোথাও না কোথাও লড়াই-ঝগড়া করতেই থাকে। এ'সবই ড্রামায় নির্ধারিত। এমনই যুক্তি করে যাতে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরে যায়। পূর্বে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান থোড়াই আলাদা-আলাদা ছিল । সব একত্রে ছিল। গভর্নমেন্টও মজবুত ছিল। নিজেদের মধ্যে কেউ লড়াই করতে পারত না কারণ উপরে সব বড়-বড় নবাব থাকত। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়াতে ইউনিয়ন ইত্যাদি বড়ো-বড়ো কমিটি আছে। কিন্তু এইসবের জন্য ধনী তো কেউ-ই নেই। দুই টুকরো হয়ে গেছে। দুঃখ বৃদ্ধি পেতেই চলেছে। একে অপরকে মারছে। ড্রামায় দেখ কত রহস্য। একে অপরকে মারবে এতে থোড়াই বাবার পাপ হবে! আমি সাক্ষী হয়ে দেখি। তোমরা জানো লড়াই করে সব শেষ হয়ে যাবে। কোনো প্রসিদ্ধ মানুষ মারা গেলে তার জন্য ৮-১০ দিন অল্পবিস্তর কার্যক্রম চলতে থাকে। হলিডে পালন করে। তোমাদের জন্য তো কিছুই নেই। তোমরা তো ফরিস্তা হয়ে উঠছ। তোমাদের বিনাশের জন্যেও দুঃখ হয়না। এখন তো মশার ঝাঁকের মতো মরবে এরপর কে কাকে দেখবে! এ'সব রহস্য তোমরা বাচ্চারাই জানো।

নতুন দুনিয়ার বসবাসকারীদের ফার্স্টক্লাস হওয়া চাই। ওখানে কেউ মারা গেলে থোড়াই তোমাদের দুঃখ হবে! তোমরা

তো সাক্ষী হয়ে দেখো - অমুকে গিয়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করবে নিজের পার্ট প্লে করার জন্য। তোমাদের মধ্যেও সবাই নিশ্চয় বুদ্ধি নয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পা থেকে চটি (কেশ শিখা) পর্যন্ত খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে কারো কম, কারো বা বেশি। কারো আবার কানাকড়িও খুশি বৃদ্ধি পায় না, যেমন আটার মধ্যে লবণ। একে তো পানসে বলা হয়। বোঝা যায় যে নারায়ণী নেশা কাদের বৃদ্ধি পায় । তারা মাতা-পিতার সার্ভিস করে থাকে। এমন নয় যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সার্ভিস করতে পারবে না। ওরা তো আরও বেশি করে সার্ভিস করবে, আরও বেশি করে মা-বাবার নাম উজ্জ্বল করে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমল পুষ্পের মতো এবং অচল-অটল থেকে অন্যদেরও করে তোলে। সুতরাং তাদের মহিমাও বেশি। তোমরা তো শুরুতেই বেরিয়ে এসেছিলে। এটাও ড্রামা। ভাট্টি হওয়ারই ছিল। তার মধ্য থেকে কেউ কাঁচা ইট, কেউ পাক্কা ইটও বেরিয়ে এসেছে। আই. সি. এস পরীক্ষায় থোড়াই সবাই পাশ করে কেননা গভর্নমেন্টকে অনেক মাইনে দিতে হয়। এখানেও ঠিক তাই। বড় সম্পত্তি দিতে হয়। মুখ্য রূপে ৮ জন পাশ করে, এরপর ১০৮ এর মালা তৈরি হয়। পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ পেতে হবে। রিজার্ভ (সংরক্ষণ) করা হয় না – ফার্স্টক্লাস, এয়ারকন্ডিশন। এয়ারকন্ডিশনে কখনও গরম হাওয়া লাগবে না। তোমাদেরও এই দুনিয়ার কোনো রকম গরম হাওয়া অর্থাৎ মায়ার আক্রমণ যেন না হয়, এতোটাই মজবুত হতে হবে। আট রত্ন তো সম্পূর্ণ রূপে ফার্স্টক্লাস এরপর ১০৮ । নামও আছে মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমি কোন্ টিকিট কিনছি। প্রত্যেককেই টিকিট নিতে হবে। পুরুষকেও নিজের, স্ত্রীকেও নিজের টিকিট নিতে হবে। স্ত্রী-দের চান্স বেশি কেননা পুরুষ যা করে তার অর্ধেক ভাগ স্ত্রী পেয়ে থাকে। স্ত্রী যাই লেনদেন করুক এবং দান করুক না কেন, তার অংশ তার স্বামী পায় না কেননা পুরুষ তো রচয়িতা। পয়সা তার হাতেই থাকে। সে যা করবে তার অংশ স্ত্রী পাবে। স্বর্গে তো দুজনেই মালিক হয়। বাচ্চাও একটাই হয়, উত্তরাধিকারও সে-ই পায়। কন্যাও নিজের অংশ নিয়ম অনুযায়ী নিয়ে নেয়। কল্প পূর্বেও যেমন নিয়মে চলেছিল সেভাবেই চলবে। সেখানকার রীতি রেওয়াজ নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। বাবা অনেক সাক্ষাৎকার করিয়েছেন - কিভাবে রাজধানী ট্রান্সফার হয়। এখানে ট্রান্সফার হলে ব্রাহ্মণ, গুরু ইত্যাদিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আগে আচার-অনুষ্ঠান খুব ভালো ছিল। যখন বাণপ্রস্থ নিতো বাচ্চাদের অতি স্নেহের সাথে নিজের গদিতে বসিয়ে বলত এখন থেকে তুমি কাজকারবার সামলাও। এখন তো সম্পূর্ণ বৃদ্ধ হয়ে গেলেও গদি ছাড়ে না। আগে বাচ্চারা মাতৃ-স্নেহী ছিল, এখন তো মাতৃ-দ্রোহী হয়ে গেছে। মাকেও চুলের মুঠি ধরে বাইরে বের করে দেয়। এদের বলা হয় প্রতারক, মায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। সত্যযুগে এসব কিছুই হয়না। তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত। মহফিলের অনুভব তোমাদের এখানে হবে। এই জ্ঞানের সাগর যেখানেই আছে সেখানেই মেলা হবে। নদীর মেলা হয় না ! তোমরা নদী তো নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়েই থাকো। এটা হলো জ্ঞান সাগর এবং নদীর মেলা। এখানে আছেন জগত অম্বা সরস্বতী, ওনার নামও প্রসিদ্ধ। মায়ের কাছেও কত মিলিত হওয়ার জন্য আসত কারণ ওনার মুরলী ভীষণ মধুর ছিল। বাচ্চারা অনুভব করত যে মাম্মার মুরলী তাদের আকর্ষণ করে (টেনে আনে)।

এটা হলো সাগর আর নদীর মিলন স্থল বা জলসাঘর। অনেক বাচ্চা এখানে আসে। প্রথমে সাগর, তারপর নদী, ছোটো নদী বা বড় ক্যানেল ইত্যাদি হয়, তাই না। তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারো যে তোমরা ছোটো নদী নাকি বড় নদী? বড় বড় নদীদের আহ্বান করে বলে যে এসে ভাষণ করো। তো অবশ্যই সে তীব্র পুরুষার্থী হবে। মাম্মাকে সবাই আহ্বান জানাতো। শিববাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া খাজানা এসে শোনাও। কন্যারা, তোমরা গিয়ে জ্ঞান রত্নের দান করো। জ্ঞানের এক-একটি পয়েন্ট লক্ষ টাকার সমান। শাস্ত্রে জ্ঞানের কোনও কথা নেই। যদি থাকতো, তাহলে ভারত অনেক ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হত। তোমাদের তো রত্ন প্রাপ্ত হচ্ছে, যার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য ধনবান হবে। এখন সঙ্গম যুগে তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ। পুনরায় সত্যযুগ ত্রেতাতে তোমাদের ডিগ্রী কম হতে থাকবে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় দরবারে বসে আছো। তোমরা জানো যে বাবা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। অন্যরা তো দুঃখ দেয়। যা থেকে দুঃখ পাওয়া যায় সেইসব জিনিস গুলিকে ভুলে যাওয়া হয়। হে বাবা, আমাদের তো তুমি আছো, দ্বিতীয় কেউ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনলে তো তাকেই স্মরণ করতে থাকে। তোমরা শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীতে ছিলে। বাবা এই কংসপুরীকে শ্রীকৃষ্ণপুরী বানিয়ে দেন। আসুরী পুরী থেকে পুনরায় দৈবী পুরী হয়ে যাবে। ওখানে দেখানো হয়েছে যে - অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং দেবতাদের জয় হয়। দেবতারা থাকেন স্বর্গে। বাস্তবে তোমাদের যুদ্ধ হল ৫ বিকারের সাথে। এখন রামায়ণের খুব চর্চা হবে কারণ দশহরা আসছে। গভর্নমেন্টও পালন করে। রামলীলা করে কিন্তু এটা জানে না যে রাবণ কি জিনিস।

কিছু কিছু বাচ্চা বলে যে, আমাদেরকে ধ্যানে বসাও (নেষ্ঠা/মেডিটেশন করা শেখাও। বাস্তবে তো চলতে-ফিরতে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু যারা সারাদিন স্মরণ করে না, তাদেরকে মেডিটেশনে বসানো হয়, বলা হয়, এখানে বসে কিছু স্মরণ

করো। অনেকেই আছে, যারা সেন্টারে যখন আসে তখন স্মরণ করে, বাড়িতে গিয়ে ভুলে যায়। স্মরণ করার প্র্যাক্টিস নেই। বুদ্ধি অন্যান্য দিকে উদ্ভ্রান্ত হতে থাকে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে আত্মা হল স্টার, যাকে বিন্দুও বলা হয়। স্টারে তো এই রকম কোণ (Angular) থাকে। বিন্দুতে থাকে না। সাদৃশ্য বোঝাতে স্টার বলা হয়। ভাগ্যবান নক্ষত্র বলা হয়। বিন্দুরূপ আত্মার মধ্যে জ্ঞান ঝলমল করছে। বিন্দু আত্মার মধ্যে সমগ্র পার্ট আছে। বাবা বলছেন আমি বিন্দুর মধ্যে এই এই পার্ট আছে, যেটা ভক্তিতে পালন করে এসেছি। বাচ্চারা তোমাদের পার্ট সবথেকে বেশী কেননা তোমরা অলরাউন্ডার চক্র লাগিয়ে থাকো। তাই চক্রবর্তী রাজাও তোমরাই হবে। দুঃখ হোক বা সুখ - সবই তোমরা ভোগ করে থাকো। আমার পার্ট তোমাদের মতো এত নয়। আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। পুনরায় ভক্তিমার্গে আমার সার্ভিস শুরু হয়। ড্রামানুসারে স্মরণও করতে থাকে, যে যে দেবতার পূজা করে, তাদেরও সাক্ষাৎকার আমিই করাই। ড্রামাতে এটাই পার্ট আছে। তারা মনে করে, এনার দ্বারা আমার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে এনার মধ্যেও ভগবান আছেন। মনে করে গনেশের দ্বারা আমার সক্ষাৎকার হয়েছে, তো গনেশের মধ্যেও পরমাত্মা আছেন। এসব থেকেই সর্বব্যাপীর জ্ঞান বুঝে নিয়েছে। আর তোমরা সকল বাচ্চারা বলো যে আমরা সবাই বাবাকে স্মরণ করছি অর্থাৎ সকলের মধ্যে বাবার স্মরণ আছে। তো এর দ্বারাও সর্বব্যাপী বুঝে নেয়। বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণও সবাই নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে করে। যে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। এছাড়া আত্মা তো সকলের নিজের নিজের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। আমি কোনও বাচ্চার মধ্যেও প্রবেশ করে যেকারোর কল্যাণ করতে পারি। কিন্তু তারা উল্টো অর্থ করে দিয়েছে। ড্রামাতে সেটাও নির্ধারিত আছে। ড্রামা অনুসারে সকলের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এই শাস্ত্র ইত্যাদি বানানোও ড্রামার মধ্যে পার্ট আছে। বানাবে তারাই, যারা আগে বানিয়েছিল। যারা গীতা শোনাচ্ছে তারা পরের কল্পেও এইভাবে শোনাবে। তো এখন বাচ্চাদের জলসাঘরে বাবা বসে আছেন। যারা আমাকে জানে, আমি তাদের মাঝেই শোভিত হই। আর যারা কিছুই জানেনা, তারা জলসাঘরে বসে কি করবে? তোমরা ভাষণ করো তো অনেকেই আসে। তাকে বহ্নি বাবার সাথে জলসাঘর বলা হবে না। বহ্নি বাবার সাথে জলসাঘর তো হল এটা। কেউ ফিদা হয়ে যায়, পুনরায় অন্য দিকে বুদ্ধির যোগ চলে যায়। যতক্ষণ সম্পূর্ণ না হয়, বুদ্ধি উদ্ভ্রান্ত হতে থাকে। কর্মাতীত অবস্থা, সম্পূর্ণ নির্বিকারী অবস্থা এখন বলা হবে না। সেটা অন্তিম সময়ে হবে। তখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ করতে হবে। এটা হলো পুরানো খোলস। আত্মা এই পুরানো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ করে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শিববাবার থেকে প্রাপ্ত খাজানা সবাইকে বিতরণ করতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে ২১ জন্মের জন্য ধনবান হতে হবে।

২) নিজের অবস্থা অচল-অনড় বানাতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমল ফুল সমান হয়ে বাবার নাম সুপ্রসিদ্ধ করতে হবে। সেবাতে তৎপর থাকতে হবে।

বরদানঃ- সঙ্গমযুগের এই নতুন যুগে প্রত্যেক সেকেন্ড নবীনত্বের অনুভবকারী ফাস্ট (দ্রুত) পুরুষার্থী ভব

সঙ্গমযুগে সবকিছু নতুন হয়ে যায়, এইজন্য একে নতুন যুগও বলা হয়। এখানে উপরে ওঠার কৌশলও নতুন, কথা বলার কৌশলও নতুন, চলাও নতুন। নতুন অর্থাৎ অলৌকিক। স্মৃতিতেও নবীনত্ব এসে গেছে। কথাও নতুন, মিলনও নতুন, দেখাও নতুন। দেখবে তো আত্মা, আত্মাকে দেখবে, শরীরকে নয়। ভাই-ভাইএর দৃষ্টিতে সম্পর্কে আসবে, দৈহিক সম্বন্ধে নয়। এইরকম প্রত্যেক সেকেণ্ডে নিজের মধ্যে নবীনতাবের অনুভব করা, এক সেকেণ্ড আগে যে স্থিতি ছিল, পরের সেকেণ্ডে তার থেকে ভালো স্থিতি হবে, একেই ফাস্ট পুরুষার্থী বলা হয়।

স্লোগানঃ- পরমাত্ম ভালোবাসার দ্বারা জীবনে সদা অতীন্দ্রিয় সুখ এবং আনন্দের অনুভব করাই হল সহজযোগ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;